সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে কবি সৈয়দ আলাওলের কাব্যকৃতিত্ব : একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

ভূমিকা

সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে বাংলার বহু কবি ও সাহিত্যিক আরাকান রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যধারার বিকাশ ঘটে, তার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ফলে তাঁর কাব্যে ভারতীয় ঐতিহ্য, পারস্য সাহিত্যরীতি এবং সুফি দর্শনের এক অনন্য সমন্বয় দেখা যায়।

আলাওল মূলত অনুবাদ ও অনুসরণমূলক কাব্য রচনা করলেও তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা, ভাষাশৈলী ও কাব্যিক ব্যাখ্যার কারণে তাঁর রচনাগুলি মৌলিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। তাই বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান শুধু অনুবাদক হিসেবে নয়, একজন সার্থক স্রষ্টা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত।

সৈয়দ আলাওল ও আরাকান রাজসভা

সৈয়দ আলাওল আনুমানিক ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি আরাকান রাজ্যে এসে রাজসভার সঙ্গে যুক্ত হন। আরাকান রাজসভা ছিল বাংলা, আরবি ও ফারসি সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। এই পরিবেশে আলাওলের সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

আরাকান রাজসভার অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি রচনা করেন। বিশেষত মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর সাহিত্যজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সৈয়দ আলাওলের রচনাবলি, রচনাকাল ও উৎস

১. পদ্মাবতী (প্রায় ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ)

পৃষ্ঠপোষক: মাগন ঠাকুর।

রচনার উৎস:

সৈয়দ আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতী-র মূল উৎস হলো অবধি ভাষার সুফি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত পদুমাবৎ (প্রায় ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ)। জায়সী চিতোরের রানি পদ্মাবতীর কাহিনিকে সুফি প্রেমতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে এই কাব্য রচনা করেন।

আলাওল জায়সীর কাহিনি অনুসরণ করলেও তা সরল অনুবাদ করেননি। তিনি বাংলা ভাষা, বাঙালির রুচি

এবং নিজের কাব্যপ্রতিভার সাহায্যে কাহিনিকে নতুন শিল্পরূপ দিয়েছেন। ফলে পদ্মাবতী অনুবাদ কাব্য হয়েও মৌলিক সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে।

---

২. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল (প্রায় ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ)
উৎস: আরবি-ফারসি প্রেমকাহিনি।
এটি প্রেম, বিরহ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিনির্ভর কাব্য।
৩. তোহফা (প্রায় ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ)
উৎস: ইসলামি নীতিচিন্তা ও দার্শনিক ভাবধারা।
এতে নৈতিক জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে।
৪. সপ্তপয়কর (প্রায় ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ)
উৎস: পারস্যের কবি নিজামী গঞ্জভীর কাহিনি।
৫. সেকেন্দারনামা (প্রায় ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ)
উৎস: পারস্য সাহিত্যধারা ও আলেকজান্ডারের কাহিনি।
৬. সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী
উৎস: কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য।
আলাওল এই কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ

পদ্মাবতী কাব্যের মূল কাহিনি চিতোরের রাজা রত্নসেন এবং সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রেম ও আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করে রচিত।
সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী ও গুণবতী। তাঁর সৌন্দর্যের কথা শুনে চিতোরের রাজা রত্নসেন তাঁকে লাভ করার উদ্দেশ্যে সিংহলে যান। বহু বাধা ও পরীক্ষার পর তিনি পদ্মাবতীকে বিবাহ করে চিতোরে ফিরে আসেন।
পরবর্তীকালে দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি পদ্মাবতীর অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা জানতে পেরে তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় চিতোর আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু চিতোরে পৌঁছানোর পূর্বেই রত্নসেন অন্য এক যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
আলাউদ্দিন চিতোরে এসে যখন পৌঁছান, তখন রানি পদ্মাবতী তাঁর সতীত্ব, আত্মমর্যাদা ও রাজকীয় সম্মান রক্ষার জন্য অন্যান্য নারীদের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন (জহরব্রত) গ্রহণ করেছেন। ফলে আলাউদ্দিন পদ্মাবতীকে লাভ করতে ব্যর্থ হন।
এই কাহিনিতে প্রেমের মহত্ত্ব, বীরত্ব, আত্মত্যাগ এবং নারীর মর্যাদার আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ আলাওলের মৌলিকতা ও ব্যতিক্রমী কৃতিত্ব

১. অনুবাদকে সৃজনশীল সাহিত্যে উন্নীতকরণ
আলাওলের প্রধান কৃতিত্ব হলো তিনি অন্য ভাষার কাহিনিকে কেবল অনুবাদ করেননি, বরং নিজের প্রতিভার দ্বারা নতুন রূপ দিয়েছেন। পদ্মাবতী তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

জায়সীর পদুমাবৎ-এর কাহিনি গ্রহণ করেও আলাওল বাংলা ভাষার নিজস্ব সৌন্দর্য, অলংকার ও রসবোধ যুক্ত করেছেন। তাই তাঁর রচনা অনুসরণমূলক হলেও শিল্পগুণে স্বতন্ত্র।

---

২. মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

আলাওলের কাব্যে মানুষের প্রেম, আবেগ, সৌন্দর্য ও জীবনসংগ্রাম বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যধারার মধ্যে তিনি মানবজীবনের অনুভূতিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।

---

৩. প্রেম ও সুফি দর্শনের সমন্বয়

আলাওলের প্রেমভাবনা কেবল পার্থিব নয়, এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ রয়েছে। সুফি দর্শনের প্রভাবে তিনি প্রেমকে আত্মার উন্নতির পথ হিসেবে দেখেছেন।

---

৪. ভাষা ও কাব্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য

আলাওলের ভাষা ছিল মার্জিত, অলংকারময় ও শ্রুতিমধুর। তিনি বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা কাব্যভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।
তাঁর কাব্যে—

- উপমা,
- রূপক,
- চিত্রকল্প,
- অলংকারের সৌন্দর্য
  বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

2.

---

৫. সংস্কৃতির সমন্বয়কারী কবি

আলাওলের কাব্যে ভারতীয় কাহিনি, ফারসি সাহিত্য, ইসলামি সংস্কৃতি এবং বাংলা কাব্যরীতির অপূর্ব মিলন ঘটেছে। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় তাঁকে মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের থেকে পৃথক করেছে।
সমালোচক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আলাওলকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে আরাকান রাজসভার উজ্জ্বলতম কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উপসংহার

সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভা সৈয়দ আলাওলের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। তিনি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে উপাদান গ্রহণ করলেও নিজের সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে তাকে বাংলা সাহিত্যের সম্পদে পরিণত করেছেন। তাঁর পদ্মাবতী প্রেম, বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও মানবিক মূল্যবোধের এক অনন্য কাব্যিক প্রকাশ।
তাই সৈয়দ আলাওল শুধু আরাকান রাজসভার কবি নন, তিনি সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় কবি।